



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালক, ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএমআইপি)
এবং
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০১৯ - ৩০ শে জুন, ২০২০

সূচিপত্রঃ

উপক্রমণিকা

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সেকশন ১: মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধানকার্যাবলি

সেকশন ২: কৌশলগত উদ্দেশ্য ভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দ সংক্ষেপ

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপন পদ্ধতি

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

উপক্রমিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে

প্রকল্প পরিচালক, ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএমআইপি)

এবং

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুন মাসের তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হল :

ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএমআইপি)এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র (Overview of the Performance of the Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP))

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক অর্জনঃ

ফেনী জেলার মুহুরী উপত্যকায় তিন নদীর (ফেনী, মুহুরী ও সিলোনীয়া) মোহনায় ক্লোজার ও রেগুলেটর নির্মাণ পূর্বক ১৯৭৭-৭৮ হইতে ১৯৮৫-৮৬ সালে “মুহুরী সেচ প্রকল্প” নামের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে মুহুরী সেচ প্রকল্প (MIP)-এর আধুনিকায়ণ সহ প্রকল্পটিকে টেকসই করার উদ্দেশ্যে এবং জি-কে ও তিস্তা সেচ প্রকল্পে অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্তে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা কাজ পরিচালনার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর ঋণ সহায়তায় বর্তমান “Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP)” - শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প বিগত ১৭ জুন ২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প আধুনিকায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন বিগত মার্চ/২০১৮ তে অনুমোদিত হয়। ইহাছাড়াও ৩১০ কিমি খাল পুনঃখনন, ১৩ কি.মি বাঁধ পুনর্বাসন, ৬ টি (৮৫%) সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও ৭টি সেচঅবকাঠামো পুনঃনির্মাণ, ৭১ কিমি ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন কাজ ও ৮১টি Header Tank নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জঃ

Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP)” প্রকল্পটি প্রযুক্তিগতভাবে একটি নতুন ধরনের প্রকল্প যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্মার্টকার্ড ও প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সেচ সার্ভিস আদায়করা। এই নতুন প্রকল্পটির ক্ষেত্রে এডিবি'র ত্রয় নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দরপত্র আহবানের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত যোগ্য ঠিকাদার পাওয়া যায় নাই এবং কয়েক দফা পুনঃদরপত্র আহবানের প্রয়োজন হয়। ফলে কাজ শুরু করতেবিলম্ব হয় এবংপ্রকল্পের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন বিলম্বিত হওয়ায় যথাসময় কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হয় নি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ খাল পুনঃখনন, বাঁধ পুনর্বাসন, স্লুইস নির্মাণ/পুনর্বাসন, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ, সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন স্থাপন ও প্রকল্পের প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে। ইহাতে মুহুরী সেচ প্রকল্পটির সূষ্ঠ পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং অকার্যকর অবকাঠামো সমূহের কার্য ক্ষমতা পুনরায় ফিও আসবে। সূষ্ঠ পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা ও বর্ষা মৌসুমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মুহুরী সেচ প্রকল্প এলাকায় একটি আধুনিক ও কার্যকরী সেচ ব্যবস্থার সূচনা হবে। যাহার ফলে দেশের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সহ প্রকল্প এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ফেনী জেলার ৫টি ও চট্টগ্রাম জেলার ১টি উপজেলার মোট প্রায় ১০.০০ লক্ষ সুবিধাভোগী সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন সুবিধা পাবে। ইহা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এসডিজি-২০৩০ ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভের সরকারী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সংগতি রেখে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহঃ

- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ৭০ কিঃমিঃ সেচখাল পুনঃখনন এবং ৬টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২০০ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রদান সম্ভব হবে।
- ৭০০০ হেক্টর জমিতে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন ও প্রি-পেইড মিটার সংযোগের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা উন্নতকরণ। ৩০০ কিঃমি ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন, ২০০টি পাম্প হাউজ ও ২০০ টি হেডার ট্যাংক ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সেকশন ১:

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলিঃ

১.১ রূপকল্প (Vision): জনগণের জীবন মান উন্নয়নে পানি সম্পদের টেকসই নিরাপত্তা

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পানি সম্পদের সুশম ও সমন্বিতপানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের পানির চাহিদা পূরণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ জোরদারকরণ
২. সেচ ব্যবস্থার সুশম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন
৩. হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন
৪. নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

১. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গনরোধ এবং লবণাক্ততা ও মরুকরণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
২. বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৩. নদীর অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনাসমূহ সম্পর্কে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা এবং হাইড্রোলজিক্যাল জরিপ ও উপাত্ত সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৪. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রাপ্তি সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৫. খাল খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং খাল খনন কর্মসূচীর আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৬. ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, পানি নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ বিষয়ক কার্যাবলি;
৭. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলি; এবং
৮. নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভাঙ্গনরোধের লক্ষ্যে নদী ড্রেজিং।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮ পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা/নির্গায়ক ২০১৯-২০ (Target/Criteria Value for FY 2019-20)				প্রক্ষেপ (Projection) ২০২০-২১	প্রক্ষেপ (Projection) ২০২১-২২	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান			চলতি মান
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	১৩	১৪
ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএমআইপি)													
প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ													
৪. পানিসম্পদ খাতের কার্যক্রমের বিধিমালা তৈরির প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্য			[৩.১.১] নদী ও খালের উপর স্থায়ী ক্রোজার নির্মাণ [৩.১.৩] খাল পুনঃবন্দন [৩.২.১] উপকূলীয় বীধনের রাস্তা/উর্টকরণ [৩.২.২] উপকূলীয় বীধের টালপ্রতিরক্ষা [৪.১.১] চলমান প্রতিমুতকার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন [৪.২.১] চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নসমাপ্তকরণ [৪.৩.১] উপকূলীয় এলাকায় রাস্তা/বৃক্ষরোপণ [৪.৪.১] হোটেনদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন [৪.৪.১] নিদীপ সিক্টর পুনঃখনন (বাজালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাপারনদী সিস্টেম)	সংখ্যা কিঃমিঃ কিঃমিঃ কিঃমিঃ শতাংশ সংখ্যা সংখ্যা কিঃমিঃ কিঃমিঃ									

*সাময়িক (২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের কর্মসম্পাদন হুক্তির প্রত্যনদার আলোকে)

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ
(মোটমান- ২০)

কলাম-১ কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কলাম-২ কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কলাম-৩ কার্যক্রম (Activities)	কলাম-৪ কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	কলাম-৫ কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	কলাম-৬ বর্ষান্তর মান ২০১৯-২০				
					অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানে র নিম্নে (Poor)
(১) দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৬	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনস্ব কটা	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	১০০	৯০	৮০	-	-
			[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
			[১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্থ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
			[১.২.১] জাতীয় শূদ্ধাচারকর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			[১.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
			[১.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত	সংখ্যা	১২	১১	১০	৯	-
			[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিমুহুর্তি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	%	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
			[১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত	সংখ্যা	৪	৩	২	-	-
			[১.৪.৩] সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯	১৫ জানুয়ারী, ২০১৯	০৭ জানুয়ারী, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯
(২) কর্মসম্পাদনগতীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৭	[২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[২.১.১] সকল শাখায় ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন	%	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			[২.১.২] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	%	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০
			[২.১.৩] ই-ফাইলিং জারীকৃত	%	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			[২.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	%	১১ মার্চ, ২০২০	২০ মার্চ, ২০২০	২৫ মার্চ, ২০২০	১ এপ্রিল, ২০২০	৮ এপ্রিল, ২০২০
[২.৩] পিআরএল শুরুর ২ মাস পরে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী পরিচিতি	%	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০			

